দৈনিক সংবাদ

07 JAN 1986

028

ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশী

॥ মোনাজাতউদ্দিন ॥

মফস্বল শহরের বই ক্রেতা ও পাঠকদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী। এরা বেশী কেনে উপন্যাস, গল্প সংকলন, কবিতা ও রাজনীতি বিষয়ক বই। অপর দিকে, রাজধানীতেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশী বই কিনছে।

তারা বেশী সংখ্যায় কিনছে রাজনীতি বিষয়ক বই। এছাড়াও কিনছে (সংখ্যা ক্রমানুসারে) কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা ও বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। রাজধানীর ক্রেতা (ছাত্র-ছাত্রী)-দের উৎসাহ দেখা যায় ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই কেনায়।

রংপুর জরিপ

উত্তরের জেলা শহর রংপুরে মধ্য ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিরাট বইমেলা যার আয়োজন করেছিল জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। বই মেলায় দেশের ১৮টি বই প্রকাশনা সংস্থাসহ মোট ষ্টল ছিলো ২৯টি। ৪টি দূতাবাসের পক্ষ থেকেও বই প্রদর্শন কিংবা বিক্রির ব্যবস্থা ছিলো।

২৯টি ষ্টলে বিভিন্ন ধরনের বই রাখা হয়েছিলো ৩৮ হাজার ৫৭৫টি, এর মধ্যে ৮ দিনের মেলা চলাকালীন সময়ে বিক্রি হয়েছে মোট ২৫ হাজার ৮১৭টি বই।

বিক্রীত ২৫ হাজার ৮১৭টি বইয়ের মধ্যে উপন্যাস ও গল্প সংকলন বিক্রি হয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ, শিশু পাঠ্য উপযোগী বই বিক্রি হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ, ধর্মীয় পুস্তক বিক্রি হয়েছে শতকরা ১২ ভাগ, কবিতার বই শতকরা ৬ ভাগ, প্রবন্ধের বই শতকরা ৫ ভাগ, নাটকের বই শতকরা ২ ভাগ, অন্যান্য শতকরা ৫ ভাগ।

এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে সংবাদ-এর বিশেষ প্রতিনিধি পরিচালিত এক জরিপে। জরিপ সাহায্যকারী ছিলেন রংপুরের দু'জন তরুণ সাংবাদিক সোহরাব আলী দুলাল ও আলী আখতার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকায় গতবছর ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে যে বই মেলা হয়েছিলো, সেখানে জরিপ করে পাওয়া যায় রাজধানী অংশের জরিপ একই প্রতিনিধির পরিচালনায় এ জরিপে অংশ নিয়েছিলেন, মিনার মাহমুদ, উত্তম কুমার দে, বিমল মজুমদার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), ফরিদ কবির, সরদার নুরুল আনোয়ার।

মধ্য ডিসেম্বরে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে অনুষ্ঠিত বই মেলায় ১৮/১২/৮৫ তারিখের জরিপে দেখা যায়: ঐদিন মেলা চত্বরে এসেছিলেন ৩ হাজার ৬১ জন ক্রেতা ও দর্শক। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ছিলেন কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। এরা সংখ্যায় ছিলেন মোট ১ হাজার ৪৮৭ জন, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ২৪৯ জন। এছাড়া, মেলাতে ঐদিন বিভিন্ন চাকরিজীবী আসেন ৬২৬ জন, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী আসেন ২৫০ জন, মহিলা (গৃহিণী/চাকরিজীবী) আসেন ২০৪ জন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী আসেন ২৭ জন, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ৪০ জন, স্থানীয় সাংবাদিক ও পত্রিকাসেবী ১৫ জন, চিকিৎসক ১৯ জন, প্রকৌশলী ৪ জন, আইনজীবী ৬ জন, নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক ৫ জন, বেকার যুবক ৫৮জন, শিশু-কিশোর ৮৫ জন (মোট ২,৮২৬ জন)। বাদবাকী ২৩৫ জনের মধ্যে অবসর সময় যাপনকারী প্রৌঢ় বৃদ্ধ (৪৪ জন) ও বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষ। বইমেলার দ্বিতীয় দিনে ২০০ জন ক্রেতা কিংবা দর্শকের পেশা-পরিচয় তথ্য নেয়া হয়, যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ৮০। এসব তথ্য নেয়া হয়েছে মেলার প্রবেশ মুখে, প্রত্যেকের সাথে কথা বলে।

রংপুরের এই বইমেলায় দৈনিক গড়ে ক্রেতা-দর্শক এসেছেন ১৬ হাজার। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ লোকই এক ষ্টল থেকে অন্য ষ্টলে গেছেন আর বই নেড়েচেড়ে দেখেছেন, কেউ শুধু দেখেছেন তাকে সাজানো বই। সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই সাধারণ মানুষের। এবারে, রংপুরের মেলায় বই চুরির ব্যাপারটা ছিলো। ১২টি ষ্টল থেকে পাওয়া এক সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায়, প্রায় সাড়ে আটশ' টাকা মূল্যের বিভিন্ন বই চুরি গেছে ঐ ১২টি ষ্টল থেকে। মেলার শেষদিনে ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের প্রদর্শনী ষ্টল থেকে 'বিনামূল্যে' কিছু বই বিতরণ করতে গেলে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথমে বই নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়, পরে 'লুট' হয়ে যায় প্রচুর বই। এই ষ্টলটিতে শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্যে ১৫০ ধরনের বই ছিলো, এর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ ইংরেজী ভাষায়, বাকীটা আরবী ভাষা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ষ্টলে বিভিন্ন ধরনের মোট বই ছিলো ৫০৩ কপি, এর মধ্য ইংরেজী ভাষায় ৪০০ কপি, বাংলা ভাষায় ১০০ কপি, বাকীটা সেদেশের ভাষায়। ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ষ্টলে ছিলো ৩ হাজার বই, এর মধ্যে বিক্রি হয়েছে প্রায় ২ হাজার, এগুলো বাংলায় অনুবাদ করা ধর্মীয় গ্রন্থ।

বই মেলায় যে বইগুলো স্থান পায়, তার মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী ছাড়াও আরবী ভাষায় লেখা বই ছিলো প্রায় ৫০১ কপি, ফারসী ১০০ কপি, উর্দু ভাষায় ১৫ কপি জাপান ভাষায় ৩০ কপি, ফ্রান্স ৫ কপি।

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, দেশী প্রকাশনী সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী বই বিক্রি হয়েছে মুক্তধারার। তাদের ফাইলে রাখা বিভিন্ন ধরনের ৮ হাজার বইয়ের মধ্যে বিক্রি হয়েছে সাড়ে ৪হাজার বই। বাংলা একাডেমীর, তাদের ফাইলে রাখা ১ হাজার বইয়ের মধ্যে বিক্রি হয়েছে ৩২৫ খানা বই। শিশু একাডেমীর ১৫০০ বইয়ের মধ্যে ১২০০ বই, শিল্পকলা একাডেমীর ২৫০ খানা বইয়ের মধ্যে ১২৪ খানা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ১৫০০ বইয়ের মধ্যে

৫৯ খানা বিক্রি হয়েছে। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর ১৫০০ বইয়ের মধ্যে ১০১৪ খানা বই বিক্রি হয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ১৫০০ বইয়ের মধ্যে ১০০০ বই বিক্রি হয়েছে। অন্যান্য ষ্টলগুলোর মধ্যে: ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্সের ৮০০ বইয়ের মধ্যে ৫০০ খানা, হাক্কানী পাবলিশার্সের ১০০০ বইয়ের মধ্যে ৮০৪ খানা 'চলন্তিকা' ২০০০ বইয়ের মধ্যে ১৮৭৫ খানা, ইউনিভার্সিটি প্রেস ৭৫০ খানা বইয়ের মধ্যে ২৫২ খানা, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৫০০ বইয়ের মধ্যে ৯২৬ খানা, বর্ণ বিচিত্রা ৪০০ বইয়ের মধ্যে ৩০৩ খানা, নন্দন প্রকাশনী ৩০০ বইয়ের মধ্যে ১৭৫ খানা, 'অভিযাত্রিকের' ৪০০ বই ও পত্রিকার মধ্যে ৩৪৯ খানা বিক্রি হয়েছে। নওরোজ সাহিত্য সংসদ

ষ্টেডিয়ামে একটি বইয়ের দোকানে —সংবাদ

বই কেনে

১০৭৫খানা বই রেখেছিলো: বিক্রি হয়েছে ৬১৪ খানা, আজিজীয়া কুতুবখানা মোট ৪০০০ বইয়ের মধ্যে বিক্রি করেছে ৩০৪৯খানা। আধুনিক প্রকাশনী ২০০০ বইয়ের মধ্যে ১৮৬৬ খানা, রূপা প্রকাশনী ৬০০ বইয়ের মধ্যে ৪০০ খানা, বুক ক্লাব ইণ্টারন্যাশনাল ৬০০ বইয়ের মধ্যে ২৮০ খানা, ইষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ১৫০০ বইয়ের মধ্যে ১০১২ খানা, আহমেদ পাবলিশিং হাউস ১২০০ বইয়ের মধ্যে ৮৯৩ খানা, খান ব্রাদার্স ৮০০ বইয়ের মধ্যে ৫২২ খানা, চলচ্চিত্র প্রকাশনা দপ্তর ৮০০ বইয়ের মধ্যে ৫০০ খানা ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ৬০০ বইয়ের মধ্যে ৩৮০ খানা বই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতারা কিনেছেন। আগেই বলা হয়েছে, ক্রেতাদের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী।

ঢাকা জরিপ

রাজধানী ঢাকাতেও একই রকম ব্যাপার, এখানেও বই কিনছে ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশী। কিন্তু, রংপুরের মতো একটি মফস্বল শহরে যেখানে উপন্যাস ও গল্পের বই বেশী বিক্রি হয়েছে সেখানে রাজধানীতে রাজনীতি বিষয়ক বইপত্র বেশী কিনেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই কিনতেও তাদের উৎসাহ রয়েছে।

গত বছর ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় যে বইমেলা হয়েছিলো সেখানে ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একটি প্রকাশনী সংস্থার ষ্টল থেকে ৫৩জন ক্রেতা বই কেনেন,— এদের মধ্যে ৩১ জনই ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র ২১, ছাত্রী ১০। এই জরিপের কিছু অংশ 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল সেসময়। জরিপে দেখা গিয়েছিল, ৫৩ জনের মধ্যে ৩১ বাদ দিলে বাকী ২২ জন ক্রেতার মধ্যে ছিলেন শিক্ষক ২ জন, ব্যাংকার ২ জন, ব্যবসায়ী ৩ জন, প্রকৌশলী ২ জন, লিখিয়ে ২ জন, রাজনৈতিক নেতা ১ জন, সাংবাদিক ১ জন, বেকার যুবক ২ জন, বিভিন্ন চাকরিজীবী ৬ জন।

ষ্টলটিতে বই বিক্রি হয়েছিলো ঐদিন ৬৩ খানা। এরমধ্যে রাজনীতি বিষয়ক বই ছিলো ২৬ খানা, ছোটগল্প সংকলন ৯ খানা, উপন্যাস ৮ খানা, কবিতার বই ৪ খানা, বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলন ৪ খানা, শিশুকিশোর উপযোগী বই ৭ খানা, রম্য রচনা ১ খানা, সাহিত্য সংকলন ১ খানা ও অন্যান্য ৩ খানা।

অপর একটি ষ্টলে একই দিনে বিক্রীত ৮০ খানা বই কিনেছেন ৬৮ জন ক্রেতা। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন ৪৪ জন—এদের মধ্যে ৪ জন ছাত্রী। বাকী ২৪ জনের মধ্যে ৫জন ছিলেন শিক্ষক, ১০ জন বিভিন্ন চাকরিজীবী ও অন্যরা রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, গৃহিণী।

একটি ষ্টল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রগতিশীল বিষয় ও চিন্তাধারার ওপর বিভিন্ন বই প্রকাশ করে থাকে, এমন একটি সংস্থার ষ্টলে ১ দিনে ক্রেতা-দর্শক আসেন ১৯৮ জন, এদের মধ্যে পুরুষ ১৬৮ জন ও মহিলা ছিলেন ৩০ জন।

১৯৮ জনের মধ্যে ১০ জন বিভিন্ন বই কিনেছেন এই ষ্টল থেকে, এদের মধ্যে ছাত্র ছিলেন ৬ জন।

অপর একটি ষ্টলে, প্রতি একশ' ক্রেতার মধ্যে ৭০ জনই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। একটি ষ্টলে ২ দিনে (১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৪) বই বিক্রি হয় ২০০ খানা। এর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ বই কিনেছেন ছাত্র-ছাত্রী, ২০ ভাগ বই কিনেছেন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী, ২০ ভাগ কিনেছেন অন্যান্য পেশার লোকজন।

রংপুরের জরিপটি হালের, কিন্তু রাজধানী জরিপ ১০ মাস আগের। তবুও, এ দুটো জরিপ পাশাপাশি তুলে ধরা হলো। এই জরিপ দু'টোতে বোঝা যাবে, শুধু রাজধানীতে নয়, রাজধানী থেকে অনেকদূরে একটি মফস্বল শহরেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও বই কেনার উৎসাহটা রয়েছে সমান। তবে, পার্থক্যটা বিষয়গত। রাজধানীতে ছাত্রছাত্রী মহলে রাজনীতি বিষয়ক বই যেমন বেশী আদরণীয়, তেমনি আবার মফস্বল শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের আদরণীয় উপন্যাস ও গল্প সংকলন।

প্রশ্ন আসে, ছাত্র-ছাত্রীরা বই কেনে, কিন্তু টাকা পায় কোথেকে? রাজধানী জরিপ কালে আলাপ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে। লেখা পড়া, থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য বাবদ তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে মাসিক যে টাকা পায়, তা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে বই কেনেন অধিকাংশই। কেউ কেউ বই কেনার জন্যেও পৃথক টাকা চেয়ে নেয় সাবাবান

পিতা-মাতা অভিভাবকের কাছ থেকে। আর, মফস্বল শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা বই কেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা অভিভাবকদের কাছে সরাসরি টাকা চেয়ে নিয়ে। কেউ কেউ গৃহ শিক্ষকতা, বৃত্তি ও দেনা করেও বই কিনেছে বলে জানায়।